হেমন্তে

সন্ধ্যা নামলে ও বাড়ির পিসিমাও
ফুল হয়ে যায়।
পিসিমার এক চোখ কানা,
মাটির মতো দাদা বউদি
দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন দেয় তবু।
ওদের কচি কচি ছেলে দুটো
ঝুলে পড়া মাই ধরে খেলে।

প্রতি সন্ধ্যায় পিসিমা কাপড় ছাড়ে
গালে পাউডার ঘষে
আর খোপায় বাঁধে মেঘ।
এসময় পথঘাট কুয়াশার ঝিল্লি জড়ায়,
তুলসীতলার প্রদীপটা কেঁপে কেঁপে ওঠে হিমে,
স্থলপদ্মের কুঁড়িরা মুখ তুলে তাকায়—
হেমন্তের এইসব সন্ধ্যায়
কানা পিসিমাও সন্ধ্যামালতী হয়ে যায়।

সিগনেচার স্টাইল

বিকেলের বারান্দায় তখন ওম পড়ে থাকত
পুরোনো আলনায় নরম তাঁতের কাপড়।

মায়ের শাড়িতে হলুদ ছোপ আর মাছের
আঁশটে গন্ধ লেগে থাকত দুপুর পর্যন্ত—
বিকেলে কাপড় ছেড়ে মা তুলসীতলায় আলো।

বেড়া বিনুনি আমি আর সদ্য শাড়ি পিসির অপেক্ষা
হারিকেনের আলোয় রাত আটটার রেডিয়ো নাটক।

খয়ের মাখা লাল ঠোঁট আর
আধুলি সাইজের সিঁদুরের টিপ ছিল
ঠাম্মার সিগনেচার স্টাইল।

এখন পুরোনো সিন্দুকে এইসব আরব্য রজনী দিনগুলো।
ধুলো হয়ে ঝরে পড়তে দেখি
আর দ্রুত প্রোফাইল পিকচার পালটে
মন খারাপকে বাতাসে উড়িয়ে দিই।

আমরা এখন ডিজিটাল জীবন শিখে গেছি,
ঘন ঘন স্ট্যাটাস পালটানো আমাদের সিগনেচার স্টাইল।